INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও স্বামীবিবেকানন্দের ধর্মভাবনা: একটি যুগোপযোগী পর্যালোচনা

* ডঃ সঙ্গীতা দে সরকার ও **বিবেক মান্না

https://doi.org/10.5281/zenodo.21075986

সারসংক্ষেপ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দ –এর ধর্ম ভাবনা আধুনিক যুগে ধর্মীয় বহুত্ববাদের একগভীর ও প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও ধর্মীয় সংকটের প্রেক্ষিতে তাঁদের আবির্ভাব মানব সমাজকে নতুন দিশা দেখিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায় উপলব্ধি করেন যে সকল ধর্মই একই পরম সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই তিনি বিশ্বজনীন ধর্মের ধারণা উপস্থাপনা করেন।

শিকাগো ধর্ম মহাসভা -এ স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেন—সব ধর্মকে কেবল সহ্য করা নয়, বরং সত্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এই গ্রহণযোগ্যতার ধারণা ধর্মীয় একান্তবাদ (exclusivism) ও অন্তর্ভুক্তিবাদ (inclusivism) –এর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে প্রকৃত বহুত্ববাদ (pluralism)-এর ভিত্তিস্থাপন করে। "যত মত তত পথ" এই মূলনীতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন ধর্মীয় পথ একই চূড়ান্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় ঈশ্বর, আল্লাহ, বুদ্ধ বা খ্রিস্ট—সকলেই এক অভিন্ন চৈতন্যের বিভিন্ন রূপ। ফলে ধর্মগুলির মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই; বরং তারা পরস্পর পরিপূরক। এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি সুসমন্বিত ধর্ম চিন্তার জন্ম দেয়, যেখানে ভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্য বিদ্যমান। বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের প্রেক্ষিতে এই বহুত্ববাদী ধারণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সহিষ্ণুতা ও গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে মানব সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ সুগম করতে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

ধর্মীয় সংঘাত, অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ যুগে যুগে মানব সমাজকে বিভক্ত করেছে। তবে, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়েছে—যা ধর্মের ঐক্য ও বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে। তাঁরা ধর্মের একত্বকে স্বীকার করে এবং বিভিন্ন ধর্মের বৈচিত্র্যকে সম্মান জানিয়েছেন। এঁদের দর্শন আজও বর্তমান যুগের ধর্মীয় সমস্যাগুলির সমাধান হিসেবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁদের ধর্মীয় বহুত্ববাদী চিন্তাধারার গভীরতা এবং তা আধুনিক সমাজে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে, তা আলোচনা করে দেখার চেষ্টা করা হবে।

সূচক শব্দঃ ধর্মীয় বহুত্ববাদ, ধর্মীয় একান্তবাদ, অন্তর্ভুক্তিবাদ, বিশ্বজনীন ধর্ম, সহিষ্ণুতা, গ্রহণযোগ্যতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, মানব সংহতি।

**সহযোগী অধ্যাপক, সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা-৯৪*

**স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা-৯৪

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মত মহামানবেরা যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন সেইযুগের সমস্ত সমস্যা নিরসনের জন্য একটা ছাঁচ রেখে যান। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখেছিলেন বতর্মানের উপযোগী সেই ছাঁচ, যে ছাঁচ অবলম্বনে নির্মিত হবে বিশ্বজনীন ধর্ম যা ধর্মীয় বহুত্ববাদেরই এক অনন্যরূপ। মানুষের জীবনে ধর্মের এক বিশেষ স্থান আছে। ধর্মাচরণ একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এজন্যই তা সংবেদনশীল। আজ যে মানুষে মানুষে বিভেদ, হানাহানি, ভুল বোঝাবুঝি , এই সমস্ত কিছুর অন্তরালে আমরা ঐ সংবেদনশীল ধর্মই দেখি। আমরা দেখি ধর্ম যেন একটি বেড়াজাল যাকে আমরা 'ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্ট' (Watertight Compartment) বলে থাকি। যেন সেই পাত্রের জল বাইরে আসতে পারে না- এমনই একদম বন্ধ হওয়ার অবস্থা। কেউ এর ব্যতিক্রমী কিছু করার চেষ্টা করলেই যেন সর্বনাশ। জলের তো কোন আলাদা রূপ নেই- যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকারই ধারণ করে। কাজেই একপাত্র থেকে জল অন্য পাত্রে গেলে জলের স্বরূপ পালটাইনা, মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ধর্মের ক্ষেত্রেও বোধ হয় এমনটি আশা করা খুব অসঙ্গত নয়। যদি সর্ব ধর্মের প্লাবন দেখা যায় বা একাকারত্ব দেখা যায় তাহলে পৃথিবীর সমস্যার বহুলাংশের সমাধান আশা করা যায়।

আজও আমরা দেখি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ একধর্মের বেড়াজাল ভেঙে মানুষ অন্যের সঙ্গে মিশেছে। যদি এমন এক পরিস্থিতির কথা ভাবা যায় যখন দেখি কোন একজন বিধর্মী ব্যক্তি জলে ডুবে যাচ্ছেন আর প্রানপণে বাঁচার চেষ্টা করছেন। এমত অবস্থায় আমরা ঐ বিধর্মীর প্রতি কী আচরণ করব? আমার মনুষ্যত্ব ঐ মুহূর্তে কী দাবী করবে? এইক্ষেত্রে আমরা যদি ধর্মের প্রসঙ্গে যাই তাহলে তাহবে মানবিকতার ঘোরতর বিরোধী। কাজী নজরুল ইসলাম ঠিক এই কথাই বলেছেন- মানুষ যখন বিপন্ন , তখন প্রশ্ন 'হিন্দু না মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন? কান্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার'। ধর্মীয় সম্প্রীতির এর থেকে বড় নজির বোধহয় আর কিছু হয়না। সমস্ত মানুষকে ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের একই মায়ের সন্তান বলে ভাবলে বোধহয় সমস্যা থাকেনা।

ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রাক্-কথন

ধর্মীয় বহুত্ববাদের দার্শনিক মডেল বা পরিকাঠামোতে সকল ধর্ম মতই সমানভাবে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পর্যাপ্ত পন্থা বলে স্বীকৃত। পাশ্চাত্য নীতিতত্ত্ববিদ জন হিক তাঁর ধর্মদর্শনে ধর্মীয় বহুত্ববাদের কথা বলেছেন, বিচার করেছেন, কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং পরিশেষে এক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। হিকের প্রায় নব্বই বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো অভিভাষণকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বহুত্ববাদের যে দার্শনিক মডেল গড়ে ওঠে, দার্শনিক পরিভাষায় তাকে আজ 'বৈদান্তিক বহুত্ববাদ' বলাই বোধ হয় সঙ্গত। এই গবেষণা পত্রে আমরা রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের শিক্ষার আলোকে ধর্মীয় বহুত্ববাদের আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, একটি ধর্মমত অপর ধর্মমতের বিরোধী তো নয়ই, বরং পরিপূরক।এক সত্য সমস্ত ধর্মে বিদ্যমান ফলে, এই এক সত্য যদি সমস্ত ধর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাহলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধ কোথায়?

ধর্মীয় বহুত্ববাদের আলোচনা করার পূর্বে মনে রাখা দরকার, 'নিরপেক্ষতাবাদ' (Indifferntism) নামে অভিহিত যে মতবাদে বলা হয় যে, ধর্মসমূহের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই; সবধর্মই এক-শ্রীরামকৃষ্ণ কখনওই সেই মত পোষণ করতেন না। নানাধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তিনি সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিয়েছিলেন যে, এইসব পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম সমন্বয়তত্ত্ব আধুনিক তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা—ধর্মীয় অবভাসবাদ (Phenomenology of Religion) এবং ধর্মীয়বহুত্ববাদ (Religious Pluralism)—কে

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

গভীরভাবে পূর্বাভাস দেয়।[১] এইপ্রসঙ্গে 'অবভাসবাদ'-এর দার্শনিক ভিত্তি, তার পদ্ধতিগত দিক এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনার সঙ্গে তার সাযুজ্য বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, অবভাসবাদ (Phenomenology) শব্দটি মূলতঃ Edmund Husserl- এর দর্শন থেকে উদ্ভূত। হুসার্লের মতে, জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল 'বস্তু কে যেমনটি তা-ই' (things as they appear) উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির জন্য তিনি 'বন্ধনীকরণ' (epoche) পদ্ধতির কথা বলেন।এখানে 'বন্ধনীকরণ' বলতে বোঝায়—আমাদের পূর্বধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, এমনকি ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুরাগকেও সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা, যাতে আমরা কোনও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বা আচরণকে নিরপেক্ষ ভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

ধর্মীয় অবভাসবাদের ক্ষেত্রে এই epoche অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক ভাবে নির্ধারিত। যদি একজন পর্যবেক্ষক নিজের ধর্মীয় মানদণ্ড দিয়ে অন্য ধর্মকে বিচার করেন, তাহলে সেই ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই অবভাসবাদ বলে—"বিচার নয়, বর্ণনা" (description, not evaluation)। এই দৃষ্টিভঙ্গি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে মিলে যায়। তিনি কখনও কোনও ধর্মকে 'সত্য' বা 'মিথ্যা' বলে মূল্যায়ন করেননি; বরং বিভিন্ন ধর্মের সাধনা করে প্রত্যক্ষভাবে তাদের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, অবভাসবাদের আর একটি মৌলিক নীতি হল 'einfühlung' (সহানুভূতি বা empathy) ।এর অর্থ কেবল অন্য ধর্মকে সহ্য করা নয়, বরং সেই ধর্মের অন্তর্গত হয়ে তার অভিজ্ঞতাকে অনুভব করা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দিক হল—'অন্তর্দৃষ্টি' (inner participation) ।অর্থাৎ, ধর্মকে বোঝার জন্য বাইরের পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সেই ধর্মের বিশ্বাসী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করা।

এই প্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এক অনন্য উদাহরণ। তিনি ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম পথ অবলম্বন করে প্রত্যেকটির আধ্যাত্মিক সত্যকে নিজে অনুভব করেছিলেন। এটি কেবল সহনশীলতা (tolerance) নয়, বরং গভীর 'সহানুভূতিমূলক অংশগ্রহণ' (empathetic participation) ।তিনি অন্য ধর্মকে বাইরে থেকে বিচার করেননি, বরং সেই ধর্মের অনুগামীর মতো জীবন যাপন করে তার সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবভাসবাদের einfühlung নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এখানে একটি গভীর দার্শনিক তাৎপর্য রয়েছে। অবভাসবাদ আমাদের শেখায় যে ধর্মীয় সত্য কোনও একক, নিরঙ্কুশ (absolute) রূপে উপলব্ধ হয়না; বরং তা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিখ্যাত উক্তিতে—"যত মত, তত পথ।" এই উক্তি কেবল ধর্মীয় বহুত্ববাদেরই প্রতিফলন নয়, বরং অবভাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ও একটি সহজ ও প্রাণবন্ত প্রকাশ।

অতএব, বলা যায় যে অবভাসবাদ একটি পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে আমাদের শেখায়—ধর্মকে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের নিজেদের পূর্বধারণাকে স্থগিত করতে হবে (epoche), এবং তারপর সমানুভূতির মাধ্যমে অন্যের অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করতে হবে (einfühlung)। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম সমন্বয় তত্ত্ব এই দুই নীতিরই এক জীবন্ত ও প্রায়োগিক উদাহরণ, যা আধুনিক তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে।[২]

ধর্মীয়বহুত্ববাদ ও ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞান অর্জন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। এই epistemic pluralism স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় বহুত্ববাদের দার্শনিক ভিত্তি গড়ে তোলে। কারণ, যদি জ্ঞান লাভের পথ বহুবিধ হয়, তবে পরমসত্তা উপলব্ধির পথও বহুবিধ হতে পারে—এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিসঙ্গত।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় দর্শনে সত্যের স্তরভিত্তিক ধারণা (hierarchy of truth) ধর্মীয় বহুত্ববাদকে সমর্থন করে। অদ্বৈত বেদান্তে 'পরমার্থিক'(paramārthika) এবং 'ব্যবহারিক' (vyavahārika) সত্যের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। আদি শঙ্করাচার্য এর মতে, পরমার্থিক স্তরে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে জগতের বহুত্ব, ভেদ এবং বৈচিত্র্য বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। এই দ্বিস্তরীয় সত্য তত্ত্ব ধর্মীয় মতভেদের একটি দার্শনিক সমাধান প্রদান করে—বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ ব্যবহারিক স্তরে ভিন্ন হলেও, তারা সকলেই পরমার্থিক স্তরে একই সত্যের দিকে নির্দেশ করে।

তৃতীয়ত, জৈন দর্শনের 'অনেকান্তবাদ' (anekāntavāda) এবং 'স্যদবাদ' (syādvāda) ধর্মীয় বহুত্ববাদের একটি শক্তিশালী জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি। এই মতানুসারে, বাস্তবতা বহুমুখী (multi-faceted), এবং কোনও একক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ফলে প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিই আংশিক সত্য (partial truth)।এই ধারণা epistemic humility-কে উৎসাহিত করে এবং অন্যের মতকে অস্বীকার না করে তাকে সত্যের একটি দিক হিসেবে গ্রহণ করতে শেখায়। ধর্মীয় বহুত্ববাদ এই ধারণারই একটি স্বাভাবিক সম্প্রসারণ।

চতুর্থত, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে 'অভিজ্ঞতা' (anubhava) জ্ঞানলাভের চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। শাস্ত্র (śāstra) এবং যুক্তি (yukti) গুরুত্বপূর্ণ হলেও, চূড়ান্ত সত্য উপলব্ধির জন্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অপরিহার্য। এই অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান বিভিন্ন সাধনপথে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়—ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম, যোগ ইত্যাদি। এই বহুমাত্রিক সাধনপথ ধর্মীয় বহুত্ববাদের একটি প্রায়োগিক (pragmatic) ভিত্তি প্রদান করে।

এই প্রসঙ্গে Ramakrishna Paramahamsa-এর সাধন জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টান্ত। তিনি বিভিন্ন ধর্মপথ অনুসরণ করে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন যে, সবধর্মই একই চূড়ান্ত সত্যের দিকে নিয়ে যায়। তাঁর উক্তি—"যত মত তত পথ"—একটি গভীর epistemological pluralism-এর প্রতিফলন।

পঞ্চমত, ভাষা ও প্রতীকের সীমাবদ্ধতা (limitations of language and symbolism) ভারতীয় দর্শনে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত। উপনিষদে বলা হয়েছে—"যতোবাকোনিবর্তন্তে"—অর্থাৎ, ভাষা পরম সত্তাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে অক্ষম। ফলে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন প্রতীক, উপমা এবং ভাষার মাধ্যমে সেই একই সত্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। এই প্রতীকী বৈচিত্র্য ধর্মীয় বহুত্ববাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ষষ্ঠত, আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মীয়বহুত্ববাদকে একটি কার্যকর সামাজিক ও দার্শনিক নীতিহিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন ধর্ম হল মানব মনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিফলন, এবং এই বৈচিত্র্য মানব সভ্যতার জন্য অপরিহার্য।

সবশেষে, এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব ধর্মীয় বহুত্ববাদকে কেবল সমর্থনই করেনা, বরং তাকে একটি অপরিহার্য দার্শনিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এখানে সত্য এক, কিন্তু তার উপলব্ধির পথ বহুবিধ—এবং এই বহুত্বই কোনও বিভাজনের কারণ নয়, বরং একগভীর ঐক্যের বহুমাত্রিক প্রকাশ। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিশ্বে আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ, সহাবস্থান এবং মানব সংহতির জন্য একটি শক্তিশালী দার্শনিক ভিত্তিপ্রদান করে।

ধর্মীয় বহুত্ববাদের আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত তিন প্রকার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে –ধর্মীয় একান্তবাদ (Exclusivism) বলে- 'একমাত্র আমার ধর্মই সত্য, অন্য সব ধর্ম মিথ্যা'।অন্তর্ভুক্তিবাদ (Inclusivism) বলে- অন্যান্য ধর্মমত সমূহ স্বতন্ত্রভাবে তার নিজের ধর্ম মতের চেয়ে নিকৃষ্টতর এবং একমাত্র তার নিজস্ব ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত উপমত বা শাখামত হিসেবেই সে সকল ধর্মমতের প্রকৃত গুরুত্ব । আর বহুত্ববাদ

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

(Pluralism) বলে- সব ধর্মই সত্য কারণ তারা প্রতেকেই একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, তবে তাদের পথ বহুবিধ হতে পারে। ঋকবেদে বলা হয়েছে, "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" (১।১৬৪।৬৪) গীতাতে বলা হয়েছে, হয়েছে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুরবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।" (৪।১১) মানুষ যেভাবেই বা যে পথেই ঈশ্বর ভজনা করে, সে সেইপথেই ঈশ্বরলাভ করে। বহুকাল থেকে আমাদের এই বহুধর্মবাদী দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়টিকে উত্থাপন করে শ্রীরামকৃষ্ণ এর সমাধান সূত্রে বলেছেন- যত লোক ধর্ম ধর্ম করে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও তার সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব –সব পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে। তাদের এই বোধনেই যে, যাকেই তুমি কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়, তাঁকেই যিশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম। এরকম মনে করা ঠিক নয়যে, আমার ধর্মই ঠিক, অন্য সব ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। সত্য এক যদিও তার অভিব্যক্তি অনেক -'যত মত তত পথ'। এই মতের প্রমাণ আমরা শিবমহিম্নস্তোত্রে' দেখতে পাই। এই স্তোত্রে বলা হয়েছে-'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথ জুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।' (৭ম স্তোত্র) অর্থাৎ সরল বা জটিল নানা পথে গিয়ে যেমন বিভিন্ন নদী একই সমুদ্রে মিলিত হয়, তেমনই বিচিত্র রুচিবশতঃ- ভিন্ন ভিন্ন নানা ধর্মীয় পথ অবলম্বনকারী দেরও ঈশ্বরই একমাত্র গন্তব্যস্থল। যেহেতু মানুষের রুচির বৈচিত্র্য রয়েছে, তাই পরমসত্তা এক হওয়া সত্বেও তার প্রকাশ বহুবিধ। এই পরমসত্তা সমস্ত প্রকার বিরোধ এবং সীমার ঊর্ধ্বে। তাকে কোন বিশেষ মতবাদ দ্বারা, বিশেষ বিশ্বাস দ্বারা কুক্ষিগত করা যায়না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন বিবাদ থাকা উচিৎ নয়, কেননা বিভিন্ন ধর্মের পথ মানুষকে একই পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। ঠিক যেমন একটি সুপরিকল্পিত উদ্যানে নানা প্রকার ফুলের গাছে নানা রঙের ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে অখণ্ড উদ্যানের শোভাবর্ধন করে, তেমনি প্রতিটি ধর্ম মত তাদের স্বাতন্ত্র্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যুগপৎ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে এক অখণ্ড ধর্মভাব বজায় থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের এই অভিনব ধর্ম চিন্তনের ভিত্তিতে আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ (intereligious dialogue) গড়ে উঠতে পারে, যার মাধ্যমে মানবসংহতির ধারণা সুদৃঢ় হতে পারে। তবে আন্তর্ধর্মীয় সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে কোন ধর্মমতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া তথা ভাববিনিময়ের মাধ্যমে আর্ন্তসম্প্রদায় বিরোধ (inter-religious conflict) মিটিয়ে ফেলতে হবে বা কমিয়ে আনতে হবে- যার উদ্দেশ্যই হল সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরমাত্মার উপলব্ধি।

আজকের বিশ্ব কোনো এক বিশেষ ধর্ম বা রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই প্রসঙ্গে বিচারবাদী দার্শনিক কান্ট বলেন, এই যুগ হল যুক্তি বিচারের যুগ। সবকিছুকে স্বাধীন মনে বিশুদ্ধ বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন-

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জনমারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করেনা আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানেনা, মানে মানুষের ভালো।" [৩]

এই ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তির উপায় হল বিবেকানন্দের পরধর্ম- গ্রহিষ্ণুতাপুষ্ট বহুত্ববাদী বৈদান্তিক ধর্মচিন্তা, যা আজ সারাবিশ্বে মানবতাবাদের অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা। আমরা দেখতে পাই বিবেকানন্দ কিভাবে 'পরধর্ম- সহিষ্ণুতা' বনাম 'পরধর্ম- গ্রহিষ্ণুতার' পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। যখন কেউ বলেন- 'আমি তোমাকে সহ্য করি বা তোমার ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু, তখন প্রকৃতপক্ষে আমি ও আমার ধর্ম মহান ও উন্নততর বলে তোমাকে

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

সহ্য করি বা তোমার ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণু- তুমি আমার থেকে হীন ও তোমার ধর্মমত আমার ধর্মতের সমপর্যায় নয়- এই রকম একটি অর্থ পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায়।' শুধুমাত্র পরমত সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি হয় না, সকল ধর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে।[৪] ধর্মকে যদি এই অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কখনই বিবাদের অবকাশ থাকবে না। 'আমার ধর্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠ'- এমন দাবি কেউই করতে পারবেনা। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থাকতে পারে, কিন্তু নৈতিক চেতনার জাগরণই যদি ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের কোন পার্থক্য থাকবে না ।বর্তমান যুগে যে সমস্ত বিবাদ পরিলক্ষিত হয় তা মুলতঃ অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক বা মন্দির মস্‌জিদ গীর্জা কেন্দ্রিক, যার স্থান ধর্মে গৌণ। এ সমস্তকে মুখ্য করে ভাবার অন্তরালে রয়েছে আমাদের শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা। এই অপব্যাখ্যা কে সরিয়ে মানুষ হয়ে উঠবে যথার্থ ধার্মিক যা হবে মানবতা ভিত্তিক ধর্ম- বিশ্বজনীন ধর্ম। কেনোপনিষদে বলা আছে, প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে জ্ঞানীয় ব্যক্তিগন সেই ঈশ্বরকে অনুভব করেন এবং তার মাধ্যমেই এই জগৎকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করেন। কাজেই উপনিষদের সময় থেকেই মানুষের মধ্যে সেই পরমসত্যকে খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। যদি কেউ ঈশ্বরের আরাধনায় দিন কাটান এবং দেব মন্দিরে দিনকাটান অথচ মানুষকে ঘৃণা করেন, তাহলে সেখানে কোন মতেই ঈশ্বর থাকতে পারেন না। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- "বহুরুপে সম্মুখে তোমার,ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" [৫] মানুষই ঈশ্বরের আবাস স্থল- মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা-এ তত্ত্বে বিশ্বাসই বিশ্বজনীন ধর্মের মূলভিত্তি।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্মের দর্শন

বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্য করিনা (tolerance), সব ধর্মকেই সত্য বলে গ্রহণ করি (acceptance)।' তিনি দৃপ্তকণ্ঠে শোনালেন- "যে ধর্মজগতকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করিনা, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয় প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।" [৬]

বিবেকানন্দ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করতেন, জগতে সকল ধর্ম মতই পারস্পরিক ভাবে সহযোগী, কোন ভাবেই বিরুদ্ধ নয়। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয় ধর্মী ধর্মচিন্তায় পুষ্ট হয়ে বলতে পেরেছিলেন যে, অন্য ধর্মমতকে সত্য বলে গ্রহন করার জন্য তার নিজের ধর্মমত পরিবর্তন করার দরকার নেই। প্রত্যেকে অপরের ধর্মমত থেকে ভালো শিক্ষা গুলো গ্রহন করে নিজের ধর্ম মতের সঙ্গে অঙ্গীভূত (assimilation) করতে হবে। এই নীতিগত ভাবনার উপরই বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্ম গড়েও ঠেছে। বিবেকানন্দ 'বিশ্বজনীন ধর্ম' কথাটির অর্থ নূতন ভাবে তুলে ধরলেন। তবে এই বিষয়ে তাঁর ভাষণ ও রচনাবলী অনুশীলন করে আমরা দেখতে পাই, তিনি বিশ্বজনীন ধর্মের তিনটি ধারণা পরিস্ফুটিত করেছেন। প্রথম অর্থে , এই ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত হয়েও সর্বজনীন। এক নিত্য ধর্মই মানসিক স্তরের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন দেশে, কালে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়।[৭] দ্বিতীয় অর্থে, বিশ্বজনীন ধর্ম হল সমস্ত প্রচলিত ধর্মের সমাহার। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে অনন্য কিছু বস্তু আছে, আবার কিছু ঘাটতিও আছে। সকল ধর্ম যখন একসঙ্গে মিশে যায় তখন তারা তাদের ঘাটতি পূরণ করে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম সকল ধর্মের সমষ্টি, যার মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায়

থাকে। আর তৃতীয় অর্থে বিশ্বজনীন ধর্ম সকলের জন্য-এর কোন লিঙ্গগত , জাতিগত, ধর্মগত বৈষম্য নেই। আর তাতেই বিবেকানন্দের মতো জীবন ও সত্তা সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই অর্থে ধর্ম হল মানুষের প্রতিনিয়ত লড়াই যা তাকে সসীম থেকে অসীমের দিকে নিয়ে যায় এবং সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। তাঁর কথায়, "No man is born to any religion; he has a religion in his own soul." [৮] তিনি বলেছেন, "কোন খ্রিষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রিষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগ গুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।" [৯] তিনি আরো বলেন, "যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এই- সাধুচরিত্র,পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য ও জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্ম মণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্ম পদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্মলোপ পাইবে এবং তাহার ধর্ম টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির বাধা প্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে- বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।" [১০] শিকাগো –ভাষণের দীর্ঘবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষ লগ্নে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে যা বলেছিলেন, আজ আবার একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তার উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখতে পাই। সারা পৃথিবী জুড়ে যে ধর্মীয় হানাহানি চলেছে, যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা চলেছে সেখানে বিবেকানন্দকে আজ বড় প্রয়োজন। প্রয়োজন শিকাগো-ভাষণের সম্যক্ অনুধাবন। ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর প্রথম বক্তৃতায় স্বামীজি বলেছিলেনঃ "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এইসুন্দর পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নর শোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে।" [১১] -একথা আজও সমান সত্য। স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতা শুধু সেকালের জন্য নয়, যতদিন যাবে ততই তা মানব সমাজের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে উত্তরনের দিশা দেখাবে।

মূল্যায়ন

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় দর্শন আধুনিক সমাজের জন্য এক অমূল্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে। তাঁদের ধর্মীয় বহুত্ববাদী চিন্তাধারা আজকের যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি ধর্মীয় বিভেদ ও সংঘাত দূর করে মানবিক একতার পথে আমাদের পরিচালিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা অনুযায়ী, সমস্ত ধর্মের মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য রয়েছে, যা মানবতার উন্নতির পথে পথ প্রদর্শক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নানা ধর্মের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এক লক্ষ্যকেই উদ্দেশ্য করে—ঈশ্বর বা পরমসত্যের উপলব্ধি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় সমন্বয়ের দর্শনকে পশ্চিমা বিশ্বে তুলে ধরেছিলেন, এবং তাঁর শিকাগো ধর্ম মহাসভায় দেওয়া ঐতিহাসিক বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি বিশ্বের সামনে ধর্মীয়সহিষ্ণুতা ও গ্রহণযোগ্যতার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আজকের বিশ্বে যেখানে ধর্মীয় সহিংসতা ও বৈষম্য ব্যাপক আকারে বেড়ে চলেছে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনই একমাত্র সমাধান। তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করে আমরা ধর্মীয় বিভেদ ও সংকীর্ণতা দূর করতে পারি এবং একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। এঁদের শিক্ষা পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে, সকল ধর্মকে সম্মান জানিয়ে শান্তির পথে

পরিচালিত করার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

তথ্যসুত্রঃ

1.ভজনানন্দ, স্বামী. (২০১১)। *শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক ভাবনা*। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২।

2.Bhajanananda, Swami. (2008). *Harmony of Religion.* Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata 700029.

3.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. (১৩৮৩)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১৫ খণ্ড)। পৃ. ২৮৪।

4. *স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনা* (৬ খণ্ড)। (২০১৫)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। পৃ. ২৬৯।

5.Vivekananda, Swami. (n.d.). *The Complete Works of Swami Vivekananda* (Vol. 6). Advaita Ashrama, Kolkata. p. 82.

6.ঐ, ১মখণ্ড, পৃঃ ৮

7.ঐ, ১মখণ্ড, পৃঃ ২৭-২৮

8.Vivekananda, Swami. (n.d.). *The Complete Works of Swami Vivekananda* (Vol. 6). Advaita Ashrama, Kolkata. p. 82.

9.Ibid.. p 87

10. Ibid.. p 107

11. *স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনা* (৬ খণ্ড)। (২০১৫)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। পৃ. ২৭৯।